দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 11 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ৪

220

এদের হাত থেকে শিশুদের বাঁচান

আমার কন্যা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলে কে, জি, শ্রেণীতে পড়ে। তাকে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে একটা ছড়ার বই পড়তে হয়। সেই বইয়ের ছড়ার কিছু কিছু নমুনা দিই:

১। বলতে পার, মরুর জাহাজ
কোন পশুকে কয়?
সেই উটের পিঠের মাঝে বিরাট
কুজটি রয়।
বলতে পার, সবচে' চালাক পশুর
নামটা কে?
শিয়াল মামা পণ্ডিত মশাই, লাঠি
হাতে যে।

২। বলতে পার কোন পাখী
ডিম পাড়ে না
বাদুড় নামের পাখাওয়ালা
পাখী সেটি না!

৩। বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি।
কী যে অনাবৃষ্টি!
যতদূর যায় দৃষ্টি,
জলেতে ভাসে যেন দেশটি!
মেঘের কালো দেশটি,
ধূলায় ধোঁয়ায় সৃষ্টি,
পেয়ে উষ্ণ পরশটি,
হয়ে পড়ে বৃষ্টি!

৪। মাথায় তোমার বুদ্ধি অনেক
পেটে আছে বিদ্যে
কোন কলেজে নিলে ডিগ্রী
ইচ্ছে করে জানতে।

পুরো বইটাই এরকম ছড়াতে ভর্তি। কি তার ছন্দ। কি তার ভাব। কি তার ভাষা। বইটি লায়লা রশিদ (এম, এ, ডিপ ইন এড, এম, এড) রচিত সোনার খাঁচায় বনের পাখী। (এখানে পাখি দীর্ঘ-ঈ দিয়ে)।

কিন্তু এই কি সেই শিশুমনে গেঁথে রাখার মতো ছড়া। আমার কন্যা অনেক চেষ্টা করেও এসব ছড়া মুখস্থ করতে পারেনি। এমনকি বকাঝকা খেয়েও। আর আমি অভিভাবক হিসেবে নিজেই জানি এ বই পাঠের যোগ্য তো নয়ই, উপরন্তু যাঁরা এ বই রচনা, প্রকাশনা এবং স্কুলের পাঠ্য হিসেবে শিশুদের উপর চাপানো সঙ্গে জড়িত তাঁরা না বোঝেন সাহিত্য, না তাঁদের আছে শিশুদের প্রতি ন্যূনতম দায়দায়িত্ব ও ভালবাসা এবং শিশুদের আদর্শ পাঠোপকরণ সম্পর্কে সামান্যতম ধ্যান-ধারণা।

কিন্তু গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো বিষয়টি হচ্ছে বইটি বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত।

এই অশুভ সত্তাদের হাত থেকে আমাদের শিশুকে বাঁচাবার কি কেউ নেই?

জহরত আরা
সড়ক নং-১১, বাসা নং-১৩,
ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা,
ঢাকা।